ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 135 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৩৫ ● কলকাতা ● ০৫ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● বুধবার ● ২০ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

অন্যায়ের বিরুদ্ধে ২২ বছরের কলমযুদ্ধেও থামেনি অত্যাচার নিরাপত্তাহীনতায় সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হস্তক্ষেপ দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা:

দীর্ঘ ২২ বছর ধরে অন্যায়, দুর্নীতি, জমি দখল, রাজনৈতিক প্রভাবশালী চক্র ও সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক লড়াকু সাংবাদিক ও দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। সেই লড়াইয়ের জেরে বারবার প্রাণনাশের হুমকি, হামলার আশঙ্কা, জমি দখল, প্রশাসনিক হয়রানি ও চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটছে তাঁর পরিবারের। অভিযোগের তির উঠেছে জেলার প্রভাবশালী রাজনৈতিক মহল ও একাধিক দুষ্কৃতী চক্রের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ, সরকার পরিবর্তন হলেও সাধারণ মানুষের উপরে অত্যাচারের চরিত্র বদলায়নি। এলাকায় রাজনৈতিক রং বদলের খেলায় প্রকৃত কর্মীরা আজ কোণঠাসা। ৪ মে দুপুর পর্যন্ত যারা শাসকদলের সঙ্গে ছিল, তারাই পরে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিয়েছে বলে স্থানীয় মহলে জোর চর্চা। আর এই রাজনৈতিক পালাবদলের আড়ালে অর্থের বিনিময়ে সমাজবিরোধীদের মদদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে একাংশ নেতাদের বিরুদ্ধেও। ফলে দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত পরিবারগুলির অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি বলেই দাবি সাধারণ মানুষের একাংশের।

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের অভিযোগ, তাঁর পরিবারকে খুনের ষড়যন্ত্র থেকে শুরু করে লাগাতার হুমকি দেওয়া হলেও পুলিশ প্রশাসন আজ পর্যন্ত মূল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনি পদক্ষেপ নেয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও স্থায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। অস্থায়ী নিরাপত্তা থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলেই দাবি পরিবারের।

অভিযোগ আরও গুরুতর। পরিবারের একাধিক জমি জবরদখল হয়ে যাওয়ার পরও প্রশাসন তা উদ্ধার করতে পারেনি। বহু জমির রেকর্ড পরিবর্তন হলেও আজও প্রকৃত মালিকদের নামে সংশোধন সম্পূর্ণ হয়নি বলে অভিযোগ। এই সংক্রান্ত একাধিক ফাইল অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) স্তরে পড়ে রয়েছে বলেও দাবি উঠেছে।

এলাকায় এখনো আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের দাবি, দিন যত এগোচ্ছে ততই তাঁর বিরুদ্ধে খুনের হুমকি বাড়ছে। পুলিশ প্রশাসন সবকিছু জেনেও কঠোর পদক্ষেপ নিতে সাহস পাচ্ছে না বলে অভিযোগ। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

একজন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ও তাঁর পরিবার যখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে, তখন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। তবে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও লড়াই থামাতে নারাজ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। তিনি আশাবাদী, আগামী দিনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন।

পর্ব 294

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তিনি কি আমাকে স্ত্রী বানাতে চান? ঐদিন আমি খুব মাথা ঘামালাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। তখন পরের দিন সকালে আমি ধ্যানের পরে গুরুদেবকে প্রার্থনা করলাম যে আপনি কি বলছেন, আমি একবিন্দুও বুঝতে পারিনি। সেইজন্য আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমি আপনার ইচ্ছানুযায়ী যেন স্ত্রী হই।

ক্রমশঃ

গড় শালবনিতে বৈদ্যুতিক তারে হাতি মৃত্যুর অভিযোগে চাঞ্চল্য, দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ঘটনাস্থলে দুই বিধায়ক

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

জঙ্গলমহলে ফের হাতির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বনাঞ্চলের নিরাপত্তা ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়ে নতুন করে উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। মঙ্গলবার সকালে ঝাড়গ্রাম ব্লকের শালবনি গ্রাম পঞ্চায়েতের গড়শালবনি এলাকায় একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকাজুড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি অতিথিশালার আমবাগানের ভিতরে হাতিটির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বনদফতর ও ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। পরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম। এছাড়াও ঘটনাস্থলে যান ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ এবং গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক রাজেশ মাহাতো। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অতিথিশালার আমবাগান ঘিরে বিদ্যুতের তার টাঙানো ছিল। রাতে আম খেতে এসে সেই তারে জড়িয়েই হাতিটির মৃত্যু হয়েছে বলে তাঁদের অনুমান। এলাকাবাসীর দাবি, হাতিটির শরীরের একাধিক অংশে পোড়ার চিহ্ন দেখা গিয়েছে। যদিও বনদফতর এখনও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানায়নি। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শালবনি ও লোধাশুলি সংলগ্ন এলাকায় প্রায়ই হাতির দল যাতায়াত করে। কয়েকদিন আগেই পাঁচটি হাতির একটি দল ওই এলাকায় ঢুকেছিল। মৃত হাতিটি সেই দলের সদস্য বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় মানুষের সঙ্গে হাতির সংঘাতের ঘটনাও ঘটছে বলে জানান বনকর্মীরা। এবিষয়ে ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম বলেন, মৃত হাতিটির বয়স আনুমানিক ২০ থেকে ২৫ বছর। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালানো হচ্ছে বলেও জানান তিনি। ঘটনার পর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, যদি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতিটির মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। বনাঞ্চলে এভাবে বিদ্যুতের ফাঁদ পেতে রাখা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলেও মন্তব্য করেন তিনি। অন্যদিকে গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক রাজেশ মাহাতো অভিযোগ করেন, জঙ্গল কেটে বেআইনিভাবে অতিথিশালা তৈরি করা হচ্ছে এবং ফলের বাগান রক্ষার নামে বিদ্যুতের বেড়া দেওয়া হচ্ছে। এর ফলেই হাতিটির মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি তাঁর। রিপোর্টে বিষয়টি প্রমাণিত হলে প্রশাসনের কাছে কড়া পদক্ষেপের দাবিও জানান তিনি। এদিকে হাতি মৃত্যুর ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বনদফতরের কাছে ইমেলের মাধ্যমে আবেদন করেছেন জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতি অশোক মাহাতো।

ঝাড়গ্রাম বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বনভূমির আশেপাশে গড়ে ওঠা হোটেল ও হোমস্টেগুলির উপর নজরদারি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট অতিথিশালা কর্তৃপক্ষকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

পরে ক্রেনের সাহায্যে মৃত হাতিটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলে হাতিটিকে দেখতে ভিড় জমান বহু মানুষ। গোটা ঘটনায় এলাকায় শোকের পাশাপাশি ক্ষোভও ছড়িয়েছে।

বাড়ি ভেঙে দিক, মাথা নত করব না', পুর-নোটিস নিয়ে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে লড়াই জারির বার্তা অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নতুন করে চর্চায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি বাড়ি। একটি হরিশ মুখার্জী রোডের শান্তিনিকেতন, অন্যটি কালীঘাট রোডের। কারণ, পুরসভার নোটিস। অবশেষে এনিয়ে মুখ খুললেন অভিষেক। মঙ্গলবার বিকেলে বিধায়কদের বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমার বাড়ি ভেঙে দিক, নোটিস পাঠাক।মঙ্গলবার বিকেলে কালীঘাটে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সেখানেই বাড়ির একাংশ ভেঙে দেওয়ার নোটিস নিয়ে মুখ খোলেন অভিষেক। বলেন, "ওরা যা খুশি করুক। আমার বাড়ি ভেঙে দিক, নোটিস পাঠাক। আমি এসবের কাছে মাথা নত করব না। যা-ই হোক না কেন, বিজেপির বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবেই।" এখানেই শেষ নয়, মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, "আমাদের রাজ্যে অনেক মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু বর্তমান জনের মতো কেউ নন। যাকে

এরপর ৩ পাতায়

পুনর্নির্বাচন থেকে সরেই দাঁড়ালেন ফলতার অসহায় তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভার পুনর্নির্বাচনের ৪৮ ঘণ্টা আগে ভোটের ময়দান ছাড়লেন একা হয়ে যাওয়া তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান। মঙ্গলবার ভোটপ্রচারের শেষ দিনে জাহাঙ্গিরের ঘোষণা, ''আমি এই ভোটে লড়ছি না।'' যদিও এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের কোনও নির্দেশ রয়েছে কি না, তা পরিষ্কার করেননি 'পুষ্পা'। যদিও তৃণমূলের তরফে এক্স করে

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

পুনর্নির্বাচন থেকে সরেই দাঁড়ালেন ফলতার অসহায় তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির

জানানো হয়, এই সিদ্ধান্ত জাহাঙ্গিরের ব্যক্তিগত। দলের নয়।গত ২৯ এপ্রিল ফলতা বিধানসভা নির্বাচনে যে অনিয়ম তথা কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল জাহাঙ্গিরকে। তিনি জানান, প্রার্থী হিসাবে কমিশনের বিধি মেনে লড়েছেন। তাঁর নির্দেশে কোথাও কারচুপি হয়নি। তৃণমূল তথা তাঁর বিরুদ্ধে ফলতাবাসীর একাংশের অভিযোগ প্রসঙ্গে জাহাঙ্গিরের জবাব, ''আজকে যেটা বলার ছিল, বললাম। আমি করিনি এগুলো। আমি নিজের অফিসে থেকে ভোট পরিচালনা করেছি। ফলতার মানুষের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করিনি। যদি কেউ বলে থাকেন, আমার বিশ্বাস আমার সামনে এলে তাঁরা সে কথা বলবেন না। আর কিছু বলার নেই।''মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিক বৈঠকে জাহাঙ্গির বলেন, ''ফলতার উন্নয়নের জন্য স্পেশ্যাল প্যাকেজের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আমি এই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি।'' যদিও মনোনয়ন প্রত্যাহারের তারিখ পেরিয়ে গিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলেও ইভিএমে জাহাঙ্গিরের নামেই বোতাম থাকবে। অন্য দিকে, মঙ্গলবার ফলতায় 'রোড শো' করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জাহাঙ্গিরের ঘোষণার পর গেরুয়া আবির নিয়ে উচ্ছ্বাসে মাততে দেখা গেল পদ্মশিবিরের কর্মী এবং সমর্থকদের।

ফলতার বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পণ্ডার সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু যখন 'রোড শো' করছেন ফলতায়, তখন প্রচারে না বেরিয়ে বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন অভিষেকের পছন্দের জাহাঙ্গির। তিনি বলেন, ''আমি ফলতার ভূমিপুত্র। আমি চাইব ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক এবং ভাল থাকুক। ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক।'' গলা ধরে আসে সাদা শার্ট-কালো ট্রাউজার্স পরিহিত 'পুষ্পা'র। তিনি বলেন, ''আমার স্বপ্ন ছিল সোনার ফলতার। তাই আমাদের সম্মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতার উন্নয়নের জন্য স্পেশ্যাল প্যাকেজ দিচ্ছেন। সেই জন্য আমি ২১ মে যে পুনর্নির্বাচন আছে, সেই লড়াই থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম।''কিন্তু হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত কেন? দলের শীর্ষ নেতৃত্ব কি নির্দেশ দিয়েছেন? সাংবাদিক বৈঠকে জাহাঙ্গির ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। তিনি আবার বলেন, ''ফলতার উন্নয়নের স্বার্থে, ফলতার মানুষের জন্য সরে (ভোটের লড়াই থেকে) যাচ্ছি। এত দিন অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। আর কিছু বলব না।''

গত ২৯ এপ্রিল ছিল রাজ্যের শেষ দফা বিধানসভা ভোট। ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু বুথে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। ইভিএমে আতর, কালি, টেপ লাগানোর মতো অভিযোগ পায় কমিশন। পুনর্নির্বাচনের দাবি তোলেন স্বয়ং শুভেন্দু অধিকারী। তৎকালীন বিদায়ী বিরোধী দলনেতা জানান, ফলতার খবর পেয়ে তাঁর মনে হয়েছে কমিশনের উচিত ওই কেন্দ্রে আবার ভোট করানো। ঘটনাক্রমে কমিশন পুনর্নির্বাচনেরই সিদ্ধান্ত নেয়। তার পর ৪ মে বাকি ২৯৩ আসনের ফলঘোষণা হয়ে যায়। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে প্রথম বার ক্ষমতা দখল করে বিজেপি।

তার পর থেকে যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়ে ভোটপ্রচার করতে দেখা গিয়েছিল জাহাঙ্গিরকে, তাঁকে আর ফলতা বিধানসভার প্রচারে দেখা যায়নি। অভিষেক শেষ দফা ভোটের আগে তাঁর হয়ে প্রচার করেছিলেন। তিনি বা তৃণমূলের কোনও বড় নেতা জাহাঙ্গিরের হয়ে আর প্রচারে যাননি। এমতাবস্থায় দিন কয়েক আগে ফলতার দলীয় কার্যালয় খুলে বসেছিলেন জাহাঙ্গির। বিধানসভা ভোটের আগে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ পর্যবেক্ষক 'সিংহম' অজয়পাল শর্মাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে নিজেদের 'পুষ্পা' বলা এই তৃণমূল নেতা জানান, তিনি মাথা নোয়াবেন না। লড়বেন।এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ফলতায় তাঁদের প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেছেন। শুভেন্দু সভা থেকে 'ভাইপোর পুষ্পা'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে যান। তিনি ঘোষণা করেন, ফলতার জন্য 'স্পেশ্যাল প্যাকেজ' রাখবে তাঁর সরকার। শুধু বিজেপি প্রার্থীকে লক্ষাধিক ভোটে জয়ী করতে হবে। শমীক কটাক্ষ করে অভিষেককে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে যেতে বলেন।

সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন জাহাঙ্গির। গ্রেফতারি এড়াতে আদালতের কাছ থেকে রক্ষাকবচ নেন। মঙ্গলবার ভোটপ্রচারের শেষ দিনে 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির জানালেন তিনি আর এই ভোটের লড়াইয়ে নেই!

(২ পাতার পর)

বাড়ি ভেঙে দিক, মাথা নত করব না', পুর-নোটিস নিয়ে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে লড়াই জারির বার্তা অভিষেকের

ক্যামেরার সামনে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে, তাকেই মুখ্যমন্ত্রী বানানো হয়েছে!'' আমি এসবের কাছে মাথা নত করব না।'' শুভেন্দু অধিকারীর মতো মানসিকতার মুখ্যমন্ত্রী বাংলা আগে দেখেনি বলেও মন্তব্য করলেন তিনি।

হরিশ মুখার্জী রোডে দাঁড়িয়ে পেল্লায় বাড়ি, শান্তিনিকেতন। রাজ্যের প্রায় সকলেই সেই প্রাসাদের সঙ্গে পরিচিত। ওই বাড়িতে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে থাকেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দেয়াপাধ্যায়। এছাড়াও একাধিক সম্পত্তি রয়েছে তাঁর। ১২১ কালীঘাট রোডে রয়েছে বাড়ি। যদিও সেটা অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। যদিও কালীঘাট রোডের ওই বাড়ি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সম্পত্তি দেখানো হয়েছে। পুরসভার নজরে এবার অভিষেকের মোট ১৭ টি সম্পত্তি। তবে ভবানীপুর বিধানসভার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের ১২১, কালীঘাট রোড এবং ১৮৮এ হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে পুরসভার তরফে পাঠানো হয়েছে নোটিস। বলা হয়েছে, ওই দুই ঠিকানায় যে নির্মাণ রয়েছে তাতে প্ল্যান-বহির্ভূত কিছু অংশ রয়েছে। ৭ দিনের মধ্যে সেই অংশ ভেঙে ফেলতে হবে। যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের উদ্যোগে তা না করেন, সেক্ষেত্রে পুরসভা ভেঙে দেবে। অর্থাৎ অভিষেকের বাড়িতে চলবে বুলডোজার।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার বসাতে জমি অধিগ্রহণ, বুধে বিএসএফের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

নবান্নে বিএসএফ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বিকেলে উত্তরবঙ্গ থেকে নবান্নে এসে বিএসএফের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। এই বৈঠক নিয়ে তৎপরতা তুঙ্গে প্রশাসনের অন্দরে।উল্লেখ্য, বুধবার উত্তরবঙ্গে বৈঠক রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে তাঁর। সেখান থেকে ফিরে এসে নবান্নে বিএসএফের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা মুখ্যমন্ত্রীর।দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে কোনও আপস নয়। নির্বাচনে এই বার্তা দিয়েছিল বিজেপি।সরকার গঠন করার পরই আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়া নিয়ে তৎপর হয়েছে শুভেন্দু সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পরই বিএসএফকে জমি হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ৪৫ দিনের মধ্যেই জমি হস্তান্তর করা হবে জানিয়েছিলেন তিনি। এবার বিএসএফ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তের দৈর্ঘ্য ২২১৬.৭ কিলোমিটার। যার মধ্যে ১৬৪৭.৬৯৬ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৫৬৯ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতার দেওয়া বাকি। প্রাকৃতিক কারণে ১১২.৭৮০ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতার দেওয়া সম্ভব নয় বলেই জানা গিয়েছে। বাকি ৪৫৬ কিলোমিটারের অল্প বেশি এলাকায় কাঁটাতার বসানোর জন্য জমি দরকার। তার মধ্যে প্রায় ৭৭ কিলোমিটার জমি ইতিমধ্যেই পেয়েছে বিএসএফ। বাকি এলাকায় জমি অধিগ্রহণ বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। অনেক জায়গায় অধিগ্রহণ শুরু হয়নি। এই জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। এই আবহে বুধবার বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দশম পর্ব)

পুরাণ) প্রথমতঃ মনসা কশ্যপ মুনির মানস কন্যা , কেননা চিন্তা ভাবনার সময় মুনির মন থেকে উৎপন্না । দ্বিতীয় মানুষের মন তদীয় ক্রীড়া ক্ষেত্র , তৃতীয়তঃ নিজেও মনে মনে পরমাত্মার ধ্যান করেন বলে দেবীর নাম মনসা । মন মানুষের শত্রু আবার মন মানুষের মিত্র হতে পারে । "মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" মন যদি শুদ্ধ , একাগ্র চিত্ত , নিজ বশীভূত , ভগবৎ পরায়ণ হয়- ত সেই মন মোক্ষের কারন । তাই এই মনকে 'মিত্র' বলা যাবে । কিন্তু মন যদি অশুদ্ধ, চঞ্চল , ইন্দ্রিয় পরায়ণ , ভগবৎ বিমুখ হয়- ত

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ফলতায় প্রচারে এসে প্রয়াত কর্মীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী ২১ মে ফলতায় পুনর্নির্বাচন। তার আগে আজ দিনভর ফলতায় বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পণ্ডার সমর্থনে প্রচার করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ফলতা বিধানসভা ভোটের প্রচারে এসে মুখ্যমন্ত্রী মধ্যাহ্নভোজ করবেন দলের প্রয়াত এক কর্মী স্বপন মণ্ডলের বাড়িতে। ২০২১ সালে ভোটের আগে মিথ্যে অভিযোগে স্বপন মণ্ডল কে গ্রেফতার করা হয়েছিল।গত শনিবারও ফলতায় বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে সভা করে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই সভা থেকেই ফলতার তৃণমূল প্রার্থীকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলতার তৃণমূল

এরপর ৫ পাতায়

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

নিয়ম মত জন্মরাশি, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশে শনি সর্বদাই ক্রুদ্ধ হবেন। কিন্তু তৃতীয়, ষষ্ঠ বা একাদশ স্থানে এলে তিনি উদার। পঞ্চম বা নবম স্থানে এলে তিনি উদাসীন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ফের নিরাপত্তায় কাটছাঁট, তুলে নেওয়া হল প্রায় ১১০০ জন ব্যক্তির অতিরিক্ত নিরাপত্তা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূলকে ধরাশায়ী করে ক্ষমতার মসনদে এখন বিজেপি। আর ক্ষমতার পালা বদল হতেই পূর্বতন শাসক দলের একগুচ্ছ নেতার নিরাপত্তা কাটছাঁট করেছে রাজ্য সরকার। এই অবস্থায় স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশে নতুন করে ১১০০ জনের নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে খবর সূত্রের। যার মধ্যে রয়েছে শওকত মোল্লা, জাহাঙ্গির খান-সহ আরও বেশ কয়েকজন।রাজ্যে শাসকের পট পরিবর্তন হয়েছে। তৃণমূলকে ধরাশায়ী করে ক্ষমতার মসনদে এখন বিজেপি। আর ক্ষমতার পালা বদল হতেই পূর্বতন শাসক দলের একগুচ্ছ নেতার নিরাপত্তা কাটছাঁট করেছে রাজ্য সরকার। এই অবস্থায় স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশে নতুন করে ১১০০ জনের নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে খবর সূত্রের। যার মধ্যে রয়েছে শওকত মোল্লা, জাহাঙ্গির খান-সহ আরও বেশ কয়েকজন।পূর্বতন সরকারের আমলে নেতা মন্ত্রী ছাড়াও ব্লক স্তরের বহু নেতারা অতিরিক্ত নিরাপত্তা পেতেন বলে অভিযোগ। যে তালিকায় ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিমের মত বহু হাইভোল্টেজ নেতা, মন্ত্রীরা। এই অবস্থায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করেছে লালবাজার ও নবান্ন। স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশ মোতাবেক তুলে দেওয়া হয়েছে আরও ১১০০ জনের নিরাপত্তা। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন একাধিক রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং নন-ক্যাটাগরাইজ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এতদিন জেড ও ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পাওয়া একাধিক নেতারও নিরাপত্তা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

নতুন নির্দেশ অনুযায়ী শওকত মোল্লার জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এবার থেকে তাঁর আর কোনও সরকারি নিরাপত্তা থাকবে না। একইভাবে তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের নিরাপত্তাও তুলে নেওয়া হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার ব্লকের যুব সভাপতি গৌতম অধিকারী-র নিরাপত্তাও প্রত্যাহার করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্যের তরফে যাঁদের ক্যাটাগরাইজ করে নিরাপত্তা দেওয়া হত, সেই তালিকা থেকে প্রায় ১৭৫ জনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তালিকায় বিভিন্ন দফতরের একাধিক সচিবও রয়েছেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলিতে নিরাপত্তা বহাল থাকছে। মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, ডিজি, কলকাতা পুলিসের কমিশনার এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা- এই কয়েকটি পদেই কেবল নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির নিরাপত্তা বজায় রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন জেলার এসপি ও সিপিদের সুপারিশে যাঁরা নন-ক্যাটাগরাইজ নিরাপত্তা পেতেন, তাঁদের মধ্য থেকেও ৯০০ জনের বেশি ব্যক্তির নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও বাস্তবসম্মত ও প্রয়োজনভিত্তিক করতেই এই পদক্ষেপ। যদিও এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

(৪ পাতার পর)

ফলতায় প্রচারে এসে প্রয়াত কর্মীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

প্রার্থীর উদ্দেশে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, কোথায় পুষ্পা? সেই ডাকাতটা কোথায়? ওর দায়িত্ব আমি নিয়ে গেলাম। শুধু তাই নয়, ফলতার নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীকে অন্তত ১ লক্ষ ভোটে জেতানোর আবেদনও জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

একাধিক মিথ্যে অভিযোগ দেওয়া হয়।

জেলবন্দি থাকা অবস্থাতেই মৃত্যু হয় স্বপন মণ্ডলের। সেই সক্রিয় কর্মীর বাড়িতে আজ, মঙ্গলবার মধ্যাহ্নভোজ করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মধ্যাহ্নভোজে ভাত ডাল ছাড়াও দু-তিন রকম মাছের (ইলিশ চিংড়ি) আয়োজন করা হয়েছে। স্বপন মন্ডল-এর স্ত্রী নিজেই রান্না করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিচারের দাবি জানাবেন স্বপন মন্ডলের পরিবার।

নির্বাচনে বেনিয়মের অভিযোগে ফলতার গোটা ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াই বাতিল ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন। আগামী বৃহস্পতিবার ফলতায় পুনরায় ভোটগ্রহণ হবে। তার আগে আজই প্রচারের শেষ দিন। আগামী ২৪ মে ফলতার নির্বাচনে ভোট গণনা হবে। জানা গিয়েছে, আজ ফলতা বিধানসভার প্রায় ১৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রোড শো করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। সকাল ১১টা নাগাদ ফলতায় এসে পৌঁছনোর কথা তাঁর। বিকেল ৪ পর্যন্ত ফলতাতেই থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রীর।

ভারত-নেদারল্যান্ডস কৌশলগত অংশীদারিত্বের রূপরেখা [২০২৬-২০৩০]

(তৃতীয় পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বৃদ্ধি করবে এবং উদ্ভাবন-সহায়ক পরিবেশকে শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৩. জল, কৃষি ও স্বাস্থ্য

ক. ২০২২ সালের মার্চে স্বাক্ষরিত এবং ২০২৭ সালের মার্চ পর্যন্ত চলমান 'জল বিষয়ক কৌশলগত অংশীদারিত্ব' নবায়নের যৌথ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে; এবং জল বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের যৌথ কার্যনির্বাহী গোষ্ঠীর মাধ্যমে এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে।

খ. গঙ্গা অববাহিকায় সমন্বিত জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, নগর জল ব্যবস্থাপনা, বন্যা সহনশীলতা, নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই জলের গুণমান ও প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

গ. জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময়, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্টার্ট-আপ প্রচারের মাধ্যমে 'জাতীয় স্বচ্ছ গঙ্গা মিশন'-এর চলমান কাজে সহায়তা করার জন্য 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স অন ওয়াটার'-কে কাজে লাগাবে।

ঘ. এর কাঠামোতে 'নগর নদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' এবং জলই শক্তি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রচার ও একীভূত করে ভারতের সম্মত শহরগুলির জন্য নগর নদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করা এবং প্রকল্পের মাধ্যমে এর প্রয়োগকে উৎসাহিত করা, যার মাধ্যমে 'জল কর্মসূচী'র যৌথ অঙ্গীকার পূরণ হবে।

ঙ. ভারত-নেতৃত্বাধীন দুর্যোগ-সহনশীল পরিকাঠামো জোট (সিডিআরআই)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গ্রহণ করা নানা উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত এবং বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ-সহনশীল নগর জল পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

চ. কৃষি ও পশুপালন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার ও প্রসারের জন্য যৌথ কৃষি ওয়ার্কিং গ্রুপকে অব্যাহত রাখবে, যা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়: ভারত-নেদারল্যান্ডস সেন্টার অফ এক্সিলেন্স-এর অগ্রগতি পর্যালোচনা, ফাইটোস্যানিটারি ও ভেটেরিনারি বাজারে প্রবেশাধিকার, জলবায়ু সহনশীল কৃষিতে যৌথ সহায়তা, দায়িত্বশীল ভ্যালু চেইন এবং বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা।

ছ. কৃষি-প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি বিষয়ে বিনিময়, জ্ঞান বিনিময় ও দক্ষতা উন্নয়নকে উৎসাহিত করা এবং নতুন কৃষি প্রযুক্তির সহ-উন্নয়নে সহায়তা করা, যেমন - ক্লিন প্ল্যান্ট সেন্টার তৈরি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে স্টার্টআপগুলোকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে।

জ. স্বাস্থ্যসেবা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সমঝোতা স্মারক এবং এর যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের অধীনে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সহজতর করার

ক্রমশঃ

ভূবনেশ্বরে পূর্বাঞ্চলীয় কৃষি সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভূবনেশ্বরে আজ পূর্বাঞ্চলীয় কৃষি সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী ও কৃষক কল্যাণ ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মোহন চরণ মাঝি। ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে পূর্ব ভারতে কৃষি ক্ষেত্রের রূপান্তরের মূল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করছেন।

ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র কৃষকদের যৌথ কৃষিকাজ, প্রাকৃতিক চাষ, বাগিচা চাষ, কৃষি ঋণ, বিপণন, ভুয়ো কৃষি উপকরণের রমরমা ঠেকানোর পাশাপাশি কৃষকদের উপার্জন বৃদ্ধি নিয়ে সেখানে আলোচনা হচ্ছে।

উদ্বোধনী অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, এই সম্মেলন থেকে পূর্ব ভারতে কৃষি ক্ষেত্রে নতুন কৌশলগত দিশা নির্দেশ করা জরুরি। এই অঞ্চল ভারতীয় কৃষি ক্ষেত্রের অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় কৃষকদের ভূমিকার কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, তাঁদের পণ্যের ন্যায্য দাম পাওয়া নিশ্চিত করা, ক্ষয়ক্ষতি কমানো এবং কৃষি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য নিয়ে আসা এই সময়ের দাবি। পূর্ব ভারতে যেহেতু কৃষকদের মাথা পিছু জমির পরিমাণ কম, সেজন্য যৌথ কৃষিকাজ বিশেষ কার্যকর হতে পারে বলে তিনি মনে করিয়ে দেন। পরিবেশ বান্ধব কৃষি পদ্ধতির গুরুত্ব উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী।

শিবরাজ সিং চৌহান জানান, ১ জুন থেকে দেশ জুড়ে শুরু হবে 'ক্ষেত বাঁচাও অভিযান'- যার লক্ষ্য, সারের ভারসাম্য যুক্ত ব্যবহার, মাটির উর্বরতা বজায় রাখা, প্রযুক্তির প্রয়োগ, সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করে তোলা ইত্যাদি। ভর্তুকিযুক্ত সার কৃষি ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয় বলে তিনি মনে করিয়ে দেন। নিম্ন গুণমানসম্পন্ন সার ও কীটনাশক বিক্রির প্রবণতা দূর করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

ডাল এবং তৈলবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে শ্রী চৌহান বলেন, পূর্ব ভারত এইসব কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে দেশকে স্বনির্ভর করে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা আরও জোরদার করার কথা বলেন তিনি।

কৃষকদের সার্বিক কল্যাণে 'কৃষক আইডি' ব্যবস্থাপনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে কৃষকদের কাছে প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁদের সম্পর্কে অভিন্ন মঞ্চে তথ্য সন্নিবেশের মাধ্যমে সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ করে তোলা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

সম্মেলনে তাঁর ভাষণে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ওই রাজ্যে কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।

সিনেমার খবর

এবার অরল্যান্ডোর সঙ্গে জুটি বাঁধছেন প্রিয়াঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'সিটাডেল সিজন ২'-এর স্পাই-থ্রিলার সিরিজের মুক্তির মধ্যেই নতুন সিনেমায় যুক্ত হচ্ছেন হলিউডে নিয়মিত মুখ হয়ে ওঠা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। এই অভিনেত্রী এবার অরল্যান্ডো ব্লুমের সঙ্গে আসন্ন সারভাইভাল থ্রিলার 'রিসেট'-এ জুটি বাঁধতে চলেছেন।

ম্যাট স্মাকলার পরিচালিত ছবিটি চলতি বছরে আগস্টে শুটিং শুরুর হওয়ার কথা রয়েছে। আসন্ন থ্রিলারটি ইতোমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে, বিশেষ করে প্রিয়াঙ্কা এবং অরল্যান্ডোর নতুন অন-স্ক্রিন জুটির কারণে।

জর্ডান রলিন্স রচিত 'রিসেট'-এর গল্পটি এক নারীকে (প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস) কেন্দ্র করে, যিনি সভ্যতা থেকে বহু দূরে এক নির্জন অরণ্যে বেড়ে ওঠেন এবং সেখানে কীভাবে পৌঁছালেন তার কোনো স্মৃতি তার থাকে না। তার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলো এক আকর্ষণীয় অপরিচিত ব্যক্তিকে (অরল্যান্ডো ব্লুম) বিশ্বাস করা, যিনি হয়তো নিজেকে যা বলছেন তা নন।

ছবিটি সম্পর্কে ম্যাট স্মাকলার এক বিবৃতিতে বলেন, আমি এমন একটি জুটি খুঁজছিলাম, যেখানে আকর্ষণ এবং অবিশ্বাস অনায়াসে সহাবস্থান করতে পারে। প্রিয়াঙ্কা এবং অরল্যান্ডোর মধ্যে একই সঙ্গে দুটি বিষয় বিশ্বাস করানোর এক অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। তাদের রসায়ন অনস্বীকার্য।

সারভাইভাল থ্রিলারটি প্রযোজনা করবেন জন হোবার ও এরিক হোবার। তাদের ফ্রাট্রিসাইডাল ফিল্মস ব্যানারের অধীনে, মাইকেল ল্যাজারোভিচ কেমিক্যালি অল্টার্ড-এর জন্য এবং ম্যাথিউ রোডস রোডস এন্টারটেইনমেন্টের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার পার্পল পেবল পিকচার্স এবং ব্লুমের অ্যামেজিং আউল।

প্রজেক্টটি সম্পর্কে আরও বলতে গিয়ে প্রযোজকরা একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, জর্ডান রলিন্স এবং ম্যাট স্মাকলার বেঁচে থাকা, প্রেম, সাসপেন্স এবং প্রতারণার এক রোমাঞ্চকর গল্প তৈরি করেছেন, যা চমকপ্রদ টুইস্টে পরিপূর্ণ। আমরা প্রিয়াঙ্কা ও অরল্যান্ডোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে এটিকে পর্দায় আনতে পেরে রোমাঞ্চিত।

প্রিয়াঙ্কাকে সম্প্রতি প্রাইম ভিডিওর 'দ্য ব্লাফ'-এ কার্ল আরবানের সঙ্গে দেখা গেছে। তার সিরিজ 'সিটাডেল সিজন ২' গতকাল প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে। এরপর তার হাতে রয়েছে এস এস রাজামৌলির 'বারাণসী'। মহেশ বাবু অভিনীত এই ছবির মাধ্যমে তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রে ফিরবেন।

অন্যদিকে অরল্যান্ডো সম্প্রতি 'দ্য কাট'-এ দেখা গেছে। তিনি অ্যাকশন কমেডি 'ডিপ কভার'-এও অভিনয় করেছেন এবং এরপর ওয়ার্নার হারজগ পরিচালিত 'বাকিং ফাস্টার্ড' ছবিতে রুনি মারা ও কেট মারার সঙ্গে অভিনয় করবেন।

আইপিএলের কারণে পেছাল সামান্থার সিনেমার মুক্তি

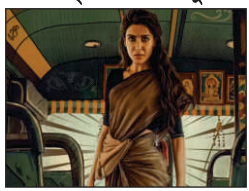

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্ধারিত সময়ের এক সপ্তাহ আগে পিছিয়ে গেল চলচ্চিত্র নির্মাতা নন্দিনী রেড্ডির পরিচালিত সামান্থা রুথ প্রভু অভিনীত ছবি 'মা ইন্তি বঙ্গারাম'-এর মুক্তি। আগামী ১৫ মে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল।

তবে আইপিএলের কারণে নির্মাতারা এর মুক্তির পেছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ছবিটি এখন ১৯ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। মুক্তি পেছানোর কারণ হিসেবে নির্মাতারা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, আইপিএলে তেলেগু রাজ্যজুড়ে দর্শকদের সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের প্রচারণার সময় পুরোপুরি সমর্থন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ছবিটিতে সামান্থা ছাড়াও গুলশান দেবাইয়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। পার্শ্ব চরিত্রে রয়েছেন শ্রীমুখী, গৌতমী, আনন্দ, লক্ষ্মী, শ্রীনিবাস গাভিরেড্ডি ও মঞ্জুষা। 'মা ইন্তি বঙ্গারাম' একটি পারিবারিক অ্যাকশন ড্রামা, যা প্রযোজনা করেছেন সামান্থা রুথ প্রভু, রাজ নিদিমোরু ও হিমঙ্ক দুভুরু। চলচ্চিত্রটির ২ মিনিটের টিজার ট্রেলারে দেখা যায়, একজন মহিলা তার স্বামীকে বোঝান যে তিনি তার গ্রামে ফিরে গিয়ে তার পরিবারের সঙ্গে থাকতে রাজি আছেন। তারা ঘুণাক্ষরেও জানে না, তার একটি অ্যাকশনধর্মী ও হিংস্র দিক রয়েছে। টিজার ট্রেলারটি শেষ হয় সামান্থার চরিত্রটি প্রায় ধরা পড়ার মুহূর্তে। রাজ এবং বসন্ত মারিংগান্টির লেখা এই চলচ্চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সন্তোষ নারায়ণন।

২০২৩ সালের তেলেগু চলচ্চিত্র 'শকুন্তলম' এবং 'খুশি'-তে দেখা গিয়েছিল সামান্থাকে। এই অভিনেত্রী ২০২৫ সালের প্রযোজনা 'শুভম'-এ একটি অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেন। ২০২৪ সালে তিনি রাজ ও ডিকে-র প্রাইম ভিডিও সিরিজ 'সিটাডেল: হানি বানি'-তে বরুণ ধাওয়ানের বিপরীতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন।

২০২১ সালে নাগা চৈতন্যর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর ২০২২ সালে তার মায়োসাইটিস রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনার পর এই অভিনেত্রী চলচ্চিত্র থেকে বিরতি নেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি কাজে ফিরে আসেন এবং 'সিটাডেল: হানি বানি'-র পর নেটফ্লিক্সের জন্য রাজ ও ডিকে-র সঙ্গে 'রক্ত ব্রহ্মাণ্ড: দ্য ব্লাডি কিংডম' নিয়েও কাজ করছেন। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর কোয়েম্বাটুরের ইশা যোগ কেন্দ্রে রাজের সঙ্গে বিয়ের কারণেও সামান্থা সম্প্রতি খবরে ছিলেন। এর আগে বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে গুঞ্জন ছিল।

টরন্টোয় গোপনে বিয়ে করেছিলেন শাহরুখ প্রিয়াঙ্কা? সত্য না গুজব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের দুই তারকা শাহরুখ খান ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে ঘিরে পুরনো গুঞ্জন আবারও আলোচনায় এসেছে। বিশেষ করে কানাডার টরন্টোয় তাদের গোপনে বিয়ে করার দাবি নতুন করে চর্চা তৈরি করেছে।

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস সম্প্রতি কন্যাসন্তানের মা-বাবা হওয়ার খবর জানানোর পর থেকেই তার ব্যক্তিজীবন নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে। এর মধ্যেই সামনে এসেছে শাহরুখের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে পুরনো নানা আলোচনা।

বলিপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরেই শোনা যায়, ক্যারিয়ারের শুরুতেই শাহরুখের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল। যদিও দুজনেই এ বিষয়ে কখনও সরাসরি কিছু বলেননি। শাহরুখ বরাবরই প্রিয়াঙ্কাকে সহশিল্পী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

২০০৬ সালে ডন সিনেমার মাধ্যমে বড়পর্দায় জুটি বাঁধেন তারা। পরে ডন টু সিনেমার সময় তাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে বলে বিভিন্ন মহলে আলোচনা হয়। শুটিংয়ের বাইরে একসঙ্গে সময় কাটানোসহ নানা ঘটনার উল্লেখও উঠে আসে।

এ সময় প্রিয়াঙ্কাকে বিভিন্ন সিনেমায় নেওয়ার জন্য শাহরুখ অনুরোধ করেছিলেন বলেও গুঞ্জন রয়েছে। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিসরেও তাদের একাধিকবার একসঙ্গে দেখা গেছে বলে দাবি করা হয়।

এসব ঘটনায় শাহরুখের স্ত্রী গৌরীর প্রতিক্রিয়া নিয়েও নানা আলোচনা তৈরি হয়। এমনকি প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে কাজ না করার সিদ্ধান্তেও ব্যক্তিগত কারণ জড়িত ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

এরই মধ্যে আরেকটি গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে, টরন্টোয় নাকি গোপনে বিয়ে করেছিলেন শাহরুখ ও প্রিয়াঙ্কা। তবে এ বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বা নিশ্চিত বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বর্তমানে দুজনেই নিজেদের ক্যারিয়ারে ব্যস্ত। ডন টু সিনেমার পর থেকে প্রকাশ্যে তাদের দূরত্বই বেশি দেখা গেছে। তবুও পুরনো এই সম্পর্কের গুঞ্জন সময়ে সময়েই নতুন করে সামনে আসে।

হায়দরাবাদের জয়ে কপাল খুলল গুজরাটের! শেষ ১টি জায়গার জন্য লড়াইয়ে ৫ দল!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গতকালই ঘরের মাঠে চেন্নাইয়ের হার হয়েছে হায়দরাবাদের কাছে। ফলে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলল গুজরাট ও হায়দরাবাদ। এর ফলে আরসিবির সঙ্গে বাকি দুই দলও শেষ চারে উঠে যাওয়ার ফলে এখন বাকি একটি স্থানের জন্য লড়াই করবে মোট ৫ দল। এই মুহূর্তে লড়াইয়ে রয়েছে পাঞ্জাব কিংস, রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস, কলকাতা নাইট রাইডার্স, দিল্লি ক্যাপিটালস। এই দলগুলির মধ্যে একটি দলই উঠবে শেষ চারে। পাঞ্জাবের এই মুহূর্তে ১৩ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট। তাদের শেষ ম্যাচ লখনৌয়ের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ জিতলে পাঞ্জাবের পয়েন্ট হবে ১৫। রাজস্থানের বাকি দুই ম্যাচ। এই দুই ম্যাচের দুটিতেই জিতলে রাজস্থানের পয়েন্ট হবে ১৬। চেন্নাইয়ের বাকি ১ ম্যাচ। এই ম্যাচ জিতলে চেন্নাইয়ের পয়েন্ট হবে ১৪। একই অবস্থা দিল্লিরও। কেকেআরের বাকি ২ ম্যাচ। এই দুই ম্যাচের দুটিতেই জিতলে কেকেআরের পয়েন্ট হবে ১৫। তবে রাজস্থান বাদ দিয়ে বাকি দলগুলোকে নিজেদের ম্যাচ যেমন বড় ব্যবধানে জিততে হবে, তেমন চাইতে হবে বাকি দলগুলোও যেন পয়েন্ট নষ্ট করে।

গতকালই ঘরের মাঠে চেন্নাইয়ের হার হয়েছে হায়দরাবাদের কাছে। ফলে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলল গুজরাট ও হায়দরাবাদ। এর ফলে আরসিবির সঙ্গে বাকি দুই দলও শেষ চারে উঠে যাওয়ার ফলে এখন বাকি একটি স্থানের জন্য লড়াই করবে মোট ৫ দল। এই মুহূর্তে লড়াইয়ে রয়েছে পাঞ্জাব কিংস, রাজস্থান রয়্যালস, চেন্নাই সুপার কিংস, কলকাতা নাইট রাইডার্স, দিল্লি ক্যাপিটালস। এই দলগুলির মধ্যে একটি দলই উঠবে শেষ চারে। পাঞ্জাবের এই মুহূর্তে ১৩ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট। তাদের শেষ ম্যাচ লখনৌয়ের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ জিতলে পাঞ্জাবের পয়েন্ট হবে ১৫। রাজস্থানের বাকি দুই ম্যাচ। এই দুই ম্যাচের দুটিতেই জিতলে রাজস্থানের পয়েন্ট হবে ১৬। চেন্নাইয়ের বাকি ১ ম্যাচ। এই ম্যাচ জিতলে চেন্নাইয়ের পয়েন্ট হবে ১৪। একই অবস্থা দিল্লিরও। কেকেআরের বাকি ২ ম্যাচ। এই দুই ম্যাচের দুটিতেই জিতলে কেকেআরের পয়েন্ট হবে ১৫। তবে রাজস্থান বাদ দিয়ে বাকি দলগুলোকে নিজেদের ম্যাচ যেমন বড় ব্যবধানে জিততে হবে, তেমন চাইতে হবে বাকি দলগুলোও যেন পয়েন্ট নষ্ট করে।

বিশ্বকাপের আগে সেনেগাল ফুটবলের ৬ জনের ভিসা বাতিল করল যুক্তরাষ্ট্র

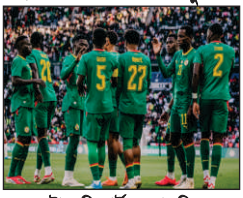

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ শুরুর আগে বড় ধরনের প্রশাসনিক সমস্যায় পড়েছে সেনেগাল ফুটবল দল। দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের একজন সহ-সভাপতিসহ ছয়জন শীর্ষ কর্মকর্তার ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে ডাকোরস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস।

ভিসা প্রত্যাখ্যাত এই কর্মকর্তাদের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ও দাপ্তরিক কাজে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা ছিল। তবে মার্কিন দূতাবাস এখনো এ সিদ্ধান্তের কোনো আনুষ্ঠানিক কারণ জানায়নি।

আফ্রিকা সকারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বকাপ সামনে রেখে আফ্রিকার কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিদের ভিসা প্রক্রিয়ায় কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। যদিও ফিফা ও আয়োজক দেশগুলোর পক্ষ থেকে ভিসা ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সহজ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে পরিস্থিতি তার বিপরীত বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

বিশ্বকাপের সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই ভিসা জটিলতা সেনেগাল ফুটবল মহলে উদ্বেগ তৈরি করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

আগামী ১১ জুন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে গ্রুপ 'আই'-তে রয়েছে সেনেগাল। টুর্নামেন্টে তাদের প্রথম ম্যাচ ১৭ জুন ফ্রান্সের বিপক্ষে। এরপর ২৩ জুন নরওয়ে এবং ২৭ জুন ইরাকের বিপক্ষে খেলবে তেরাঙ্গা লায়নসরা।

পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন না কামিন্স, স্টার্ক ও হেইজেলউড!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন পাকিস্তান সফরে অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞ পেস ত্রয়ী প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক এবং জশ হেইজেলউডের খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আইপিএল ও আন্তর্জাতিক সূচির সংঘর্ষের কারণে তাদের এই সফরে না থাকার সম্ভাবনাই বেশি বলে জানিয়েছে বিভিন্ন সূত্র।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ঘোষণা অনুযায়ী, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ৩০ মে রাওয়ালপিন্ডিতে। এরপর ২ ও ৪ জুন লাহোরে হবে বাকি দুই ম্যাচ।

তবে এই সময়েই চলবে আইপিএলের প্লে-অফ ও ফাইনাল। ২৬ মে শুরু হয়ে ৩১ মে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে, ফলে অনেক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারের পাকিস্তান সফরে অংশ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

সূত্র অনুযায়ী, প্যাট কামিন্স (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ), মিচেল স্টার্ক (দিল্লি ক্যাপিটালস) এবং জশ হেইজেলউড (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু)-এর মতো শীর্ষ তারকারা তাদের আইপিএল দলের প্লে-অফে থাকায় পাকিস্তান সফর থেকে ছিটকে যেতে পারেন।

অস্ট্রেলিয়া দল ২৩ মে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার কথা রয়েছে। ফলে আইপিএল প্লে-অফে খেলা খেলোয়াড়দের জন্য সময়মতো জাতীয় দলে যোগ দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এছাড়া ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচির কারণে অস্ট্রেলিয়া আগামী বছর প্রায় ২০টির বেশি টেস্ট খেলবে, যার কারণে শীর্ষ খেলোয়াড়দের অতিরিক্ত চাপ এড়াতে বিশ্রামে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে নির্বাচকদের।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু পাকিস্তান সফর নয়, আগামী বাংলাদেশ সফরেও একই কারণে কামিন্স-স্টার্ক-হেইজেলউডকে বিশ্রামে রাখা হতে পারে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR